প্রথম আলো

0 4 JAN 2026

পেপার ও প্যাকেজিং বর্ষপণ্য

মাসব্যাপী বাণিজ্য মেলা শুরু ঢাকার পূর্বাচলে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর পূর্বাচলে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী প্রদর্শনী কেন্দ্রে শুরু হয়েছে মাসব্যাপী আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা। গতকাল শনিবার ৩০তম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার উদ্বোধন করেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন।

বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী প্রদর্শনী কেন্দ্রে পঞ্চমবারের মতো এ বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবারের মেলায় বিভিন্ন খাতের ৩২৪টি দেশি-বিদেশি প্যাভিলিয়ন ও স্টল রয়েছে।

প্রতিবছর বাণিজ্য মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একটি পণ্যকে 'বর্ষপণ্য' বা 'প্রোডাক্ট অব দ্য ইয়ার' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। চলতি বছর পেপার অ্যান্ড প্যাকেজিং পণ্যকে বর্ষপণ্য ঘোষণা করা হয়েছে। মূলত রপ্তানি প্রসার ও প্রণোদনামূলক কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিতে এই ঘোষণা দেওয়া হয়।

এ বছর মেলায় প্রবেশের জন্য টিকিটের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৫০ টাকা এবং শিশুদের জন্য ২৫ টাকা। তবে মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও জুলাই আন্দোলনে আহত ব্যক্তিরা পরিচয়পত্র প্রদর্শন সাপেক্ষে বিনা মূল্যে মেলায় প্রবেশ করতে পারবেন।

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) জানিয়েছে, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হাসান আরিফ। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান ও ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের প্রশাসক মো. আব্দুর রহিম খান।

বাণিজ্য মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, মেলা আয়োজনের মাধ্যমে দেশের ব্র্যান্ড ইমেজ শক্তিশালী এবং বহির্বিশ্বেও দেশ সম্পর্কে একটি ইতিবাচক ধারণা তৈরি হয়। এ ছাড়া ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা দীর্ঘদিন ধরে এমন একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে, যা পণ্যের উৎপাদককে ভোক্তার সঙ্গে, উদ্যোক্তাকে বিনিয়োগকারীর সঙ্গে এবং বাংলাদেশকে বিশ্ববাজারের সঙ্গে সংযুক্ত করে চলেছে। উদ্যোক্তারা এই মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নতুন বাজার সম্পর্কে ধারণা লাভ, আন্তর্জাতিক মান ও প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিতি এবং পণ্য উন্নয়নের সুযোগ পাবেন। দেশের রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণের পদক্ষেপ হিসেবে সরকার নানা ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে বলেও জানান বাণিজ্য উপদেষ্টা।

ইপিবি জানিয়েছে, এবারের মেলায় পলিথিন ব্যাগ ও সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিকল্প হিসেবে হ্রাসকৃত মূল্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব শপিং ব্যাগ সরবরাহ করা হবে।

এ বছর বাণিজ্য মেলা ১ জানুয়ারি উদ্বোধনের তারিখ নির্ধারিত ছিল। কিন্তু সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তিন দিনের জাতীয় শোক ঘোষণা করে সরকার। এ কারণে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার উদ্বোধনের তারিখ পরিবর্তন করে ৩ জানুয়ারি করা হয়।

দেশীয় পণ্যের প্রচার, প্রসার ও বিপণনের পাশাপাশি শিল্পোৎপাদন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর যৌথ উদ্যোগে ১৯৯৫ সাল থেকে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

সমকাল

0 4 JAN 2026

বর্ষপণ্য ঘোষণায় সুবিধা পাবে এক্সেসরিজ খাত

■ মো. শাহরিয়ার

রপ্তানি বাণিজ্যে প্রতিযোগী সক্ষমতা বাড়াতে সম্ভাবনা বিবেচনায় এক্সেসরিজ 'পেপার এবং প্যাকেজিং' পণ্যকে ২০২৬ সালের বর্ষপণ্য ঘোষণা করেছে সরকার। ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার উদ্বোধনীতে গতকাল শনিবার এ ঘোষণা দেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। এক্সেসরিজ খাতের উদ্যোক্তাদের সংগঠন বাংলাদেশ গার্মেন্টস এক্সেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএপিএমইএ) সভাপতি হিসেবে সরকারের এ উদ্যোগে আমি অত্যন্ত খুশি। আমরা উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। দেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাকের সব ধরনের এক্সেসরিজ আমরাই সরবরাহ করে থাকি। প্রচ্ছন্ন রপ্তানি পণ্য হিসেবে এক্সেসরিজ খাতের অবদানকে এতদিন খুব বেশি আমলে নেওয়া হয়নি। অথচ গত অর্থবছর ৭৪৮ কোটি ডলারের এক্সেসরিজ রপ্তানি হয়েছে।

বর্ষপণ্য ঘোষণার ফলে রপ্তানি খাতের অন্যান্য বড় পণ্যের মতো এক্সেসরিজ খাতও সরকারের নানা

অভিমত

নীতিসহায়তা পাবে। এক্সেসরিজ খাতের প্রধান সমস্যা হচ্ছে, বেশ কিছু পণ্যের কাঁচামাল আমদানিতে আমরা শতভাগ শুল্কমুক্ত সুবিধা পাই না। এই হার আমাদের মোট আমদানির অন্তত ২০ শতাংশ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ রয়েছে। আশা করছি, শুল্ক সমস্যা থাকবে না।

দ্বিতীয় বড় সমস্যা নগদ সহায়তা। রপ্তানি খাতের অন্তত ২০ ধরনের পণ্য নগদ সহায়তা পেয়ে থাকে। অথচ রপ্তানিতে বড় অবদান সত্ত্বেও এক্সেসরিজ এই সুবিধা পায় না। রপ্তানিতে নগদ সহায়তা পাওয়া যাবে বলে তারা আশা করছেন। তৃতীয় বড় সমস্যা হচ্ছে, মেশিনারিজ আমদানিতে কম শুল্ক সুবিধা আমরা পাই না। বর্ষপণ্য ঘোষণার ফলে এই সুবিধা পাওয়া যাবে বলে আমরা আশা করছি। সব মিলিয়ে এক্সেসরিজ শিল্পে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, উৎপাদন ও রপ্তানিতে বড় ধরনের আশাবাদ তৈরি হলো।

মো. শাহরিয়ার, সভাপতি, বিজিএপিএমইএ

বণিক বার্তা
0 4 JAN 2026

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা শুরু

পেপার ও প্যাকেজিংকে বর্ষপণ্য ঘোষণা

বাণিজ্য উপদেটা শেখ বশিরউদ্দীন গতকাল বাণিজ্য মেলা উদ্বোধন করেন ছবি : পিআইডি

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

পেপার ও প্যাকেজিংকে চলতি বছরের বর্ষপণ্য ঘোষণা করে ৩০তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার (ডিআইটিএফ) উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল এ মেলার উদ্বোধন করেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। পেপার ও প্যাকেজিংকে এবারের বর্ষপণ্য হিসেবে ঘোষণা করে পূর্বাচলে বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে মেলার উদ্বোধন করেন তিনি। সাধারণত ১ জানুয়ারি শুরু হয় এ মেলা। তবে এবার সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে ঘোষিত তিনদিনের রাষ্ট্রীয় শোকের কারণে উদ্বোধন দুইদিন পিছিয়ে যায়। এর ফলে মাসব্যাপী এ মেলার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় গতকাল।

মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, 'দেশের রফতানি পণ্য বহুমুখীকরণের পদক্ষেপ হিসেবে সরকার নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। এর মধ্যে রফতানিতে অবদান ও সম্ভাবনা বিষয় বিবেচনা করে বিভিন্ন পণ্য খাতকে যথাক্রমে সর্বোচ্চ ও বিশেষ অগ্রাধিকার খাত হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এছাড়া রফতানি প্রসার ও প্রণোদনামূলক কর্মকাণ্ডকে বেগবান করতে প্রতি বছর একটি পণ্যকে বর্ষপণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এবার পেপার ও প্যাকেজিং প্রডাক্টকে ২০২৬ সালের বর্ষপণ্য হিসেবে ঘোষণা করছি।'

উপদেষ্টা আরো বলেন, 'বাণিজ্য মেলা দীর্ঘদিন ধরে এমন একটি প্লাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে, যা পণ্যের উৎপাদককে ভোক্তার সঙ্গে, উদ্যোক্তাকে বিনিয়োগকারীর সঙ্গে এবং বাংলাদেশকে বিশ্ববাজারের সঙ্গে সংযুক্ত করে চলেছে। এটি বাণিজ্য, শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে আমাদের অগ্রগতিকে প্রতিফলিত করে এবং ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প থেকে আধুনিক প্রযুক্তিচালিত পণ্য উৎপাদন ও বহুমুখীকরণে আমাদের সক্ষমতা প্রদর্শন করে থাকে।'

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবুর রহমান। বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে জানিয়ে তিনি বলেন, 'এ বছর বৈশ্বিক বাণিজ্য প্রবৃদ্ধি ৩ দশমিক ৭ শতাংশ কমলেও সে তুলনায় আমাদের রফতানি প্রবৃদ্ধি এখনো ইতিবাচক ধারায় রয়েছে। ধীরগতির হলেও এ প্রবৃদ্ধি এখনো ১ শতাংশে আছে। চলতি অর্থবছরে রফতানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে না পারলেও আমরা বাণিজ্য ঘাটতি কমাব। প্রত্যাশিত মাত্রায় রফতানি যদি নাও করতে পারি, গত বছরের চেয়ে কম হারে আমদানি করলে সেটিও আমাদের ঘাটতি পূরণে ভালো সহায়তা করবে। সে উদ্দেশ্যে আমরা কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। আশা করি, বছরের বাকি অংশে আমরা সে পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করতে পারব। তাছাড়া বছরের শেষদিকে বাংলাদেশের এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন হবে। এটি অনেক চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসবে। আমাদেরকে সে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুতি নিতে হবে।'

দ্য ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) প্রশাসক মো. আব্দুর রহিম খান অনুষ্ঠানে বলেন, 'বিশ্বের প্রায় ৮০টি দেশে বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশন থাকলেও এর মধ্যে মাত্র ২১টি দেশে বাণিজ্যিক মিশন কাজ করছে। সম্ভাবনাময় আরো কয়েকটি দেশে বাণিজ্যিক মিশন প্রতিষ্ঠা করা হলে ব্যবসায়ীরা বাজার সংযোগে আরো বেশি সুবিধা পাবেন।'

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হাসান আরিফ বলেন, 'বর্তমান বিশ্ব বাণিজ্য পরিস্থিতিতে আমরা পণ্য রফতানিতে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছি। রফতানিযোগ্য নতুন পণ্য সন্ধানের লক্ষ্যে এক জেলা, এক পণ্য কার্যক্রম বেগবান করা হচ্ছে। পাশাপাশি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত জিআই পণ্যসমূহের রফতানি সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।'

এবারের মেলায় পলিথিন ব্যাগ ও সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিকল্প হিসেবে হ্রাসকৃত মূল্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব শপিং ব্যাগ সরবরাহ করা হবে। মেলার লে-আউট প্ল্যান অনুযায়ী দেশীয় উৎপাদক-রফতানিকারক প্রতিষ্ঠানসহ সাধারণ ব্যবসায়ী ও বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণীর ৩২৪টি প্যাভিলিয়ন বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

এদিকে, পেপার ও প্যাকেজিং পণ্যকে বর্ষপণ্য ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছে বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যাকসেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএপিএমইএ)। এক বিজ্ঞপ্তিতে সভাপতি মো. শাহরিয়ার বলেন, 'এ ঘোষণা দেশের পেপার প্যাকেজিং শিল্পের জন্য একটি মাইলফলক। বর্ষপণ্য ঘোষণার ফলে এ শিল্পে নতুন বিনিয়োগ, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং রফতানি আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে বলে আমরা আশাবাদী।'

কালবেলা
0 4 JAN 2026

বাণিজ্য মেলা একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি

- পর্দা উঠেছে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার
- মেলায় প্যাকেজিং পণ্যকে বর্ষপণ্য ঘোষণা
- মেলায় পলিথিন ব্যাগ ও সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার নিষিদ্ধ

বললেন বাণিজ্য উপদেষ্টা

বিশেষ প্রতিনিধি ››

বাণিজ্য মেলা একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা একটি দেশের অর্থনীতিকে টেকসই ও গতিশীল করে তোলে। একই সঙ্গে নতুন বছরে পেপার ও প্যাকেজিং পণ্যকে বর্ষপণ্য হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা।

গতকাল শনিবার রাজধানীর পূর্বাচলে বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে ৩০তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার উদ্বোধনকালে এসব কথা বলেন বাণিজ্য উপদেষ্টা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ভাইস চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ হাসান আরিফ। আরও বক্তব্য দেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবুর রহমান ও এফবিসিসিআইয়ের প্রশাসক এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. আবদুর রহিম খান।

বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, বাণিজ্য মেলা শুধু পণ্য প্রদর্শনের ক্ষেত্র নয়; এটি একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি। রপ্তানি বৃদ্ধি, বিনিয়োগ আকর্ষণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও শিল্পায়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা একটি দেশের অর্থনীতিকে টেকসই ও গতিশীল করে তোলে। এ মেলায় ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার সমারোহ ঘটে। পাশাপাশি বিশ্বের অন্যান্য দেশ ও প্রতিষ্ঠানের পণ্যেরও উপস্থিতি থাকে। এ মেলার মাধ্যমে একদিকে যেমন দেশজ পণ্যসামগ্রীকে বিদেশি ক্রেতাদের সামনে তুলে ধরা হয়, অন্যদিকে প্রদর্শিত বিদেশি পণ্যের গুণ ও মান সম্পর্কে এদেশের ব্যবসায়ী ও দর্শনার্থীরা ধারণা লাভ করেন।

বাণিজ্য মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন ›› পিআইডি

আয়োজকরা জানান, এবারের মেলায় পলিথিন ব্যাগ ও সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিকল্প হিসেবে হ্রাসকৃত মূল্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব শপিং ব্যাগ সরবরাহ করা হচ্ছে। এ ছাড়া তারুণ্যের শক্তি ও উদ্ভাবনী উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে মাসব্যাপী মেলায় থাকছে সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন আয়োজন। পঞ্চমবারের মতো বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে পূর্বাচলস্থ বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে। মেলার লে-আউট প্ল্যান অনুযায়ী বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৩২৭টি (দেশি ৩১৬টি ও বিদেশি ১১টি প্রতিষ্ঠান) প্যাভিলিয়ন, স্টল, রেস্টুরেন্ট থাকছে। মেলায় ২টি শিশু পার্ক ও উত্তর-পশ্চিম পাশে মসজিদ/নামাজ ঘর স্থাপন করা হয়েছে। এবারের মেলায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি অধিকতর গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। এক্সিবিশন হলে পর্যাপ্তসংখ্যক পুরুষ ও মহিলা পৃথক টয়লেটের পাশাপাশি এক্সিবিশন হলের বাইরেও পর্যাপ্তসংখ্যক টয়লেট রয়েছে। মেলা প্রাঙ্গণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য দুই শতাধিক পরিচ্ছন্নতাকর্মী সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকবে। মেলায় খাদ্যদ্রব্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যসহ গঠিত টিম মেলা চলাকালীন নিয়মিত ভেজালবিরোধী মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করবে। মেলার টিকিটের মূল্য ৫০ টাকা। তবে শিশুদের অর্থাৎ, ১২ বছরের নিচে ২৫ টাকা। মুক্তিযোদ্ধা ও প্রতিবন্ধীরা ও জুলাই আহতরা তাদের কার্ড প্রদর্শনপূর্বক বিনামূল্যে মেলায় প্রবেশ করতে পারবেন।

The Daily Star

0 4 JAN 2026

DITF to boost exports, economic activities

Says Yunus

UNB, *Dhaka*

Highlighting the importance of economic stability and growth, Chief Adviser Prof Muhammad Yunus has expressed optimism that the 30th Dhaka International Trade Fair (DITF) 2026 will help expand economic activity, create jobs and strengthen Bangladesh's exports.

"From the very outset, the interim government has remained firmly committed to safeguarding economic stability and fostering the desired growth. Against this backdrop, the Dhaka International Trade Fair stands as an important instrument for advancing these goals," he said in a message.

Commerce Adviser Sk Bashir Uddin formally inaugurated the month-long event at the China-Bangladesh Friendship Exhibition Center (CBFEC) in Purbachal, Rupganj yesterday.

Yunus said he believes that by promoting local products, encouraging diversification and attracting foreign investment, the fair will play an important role in driving overall national development.

He hoped that all participating countries and institutions would work together in a spirit of mutual cooperation and partnership.

Originally scheduled to open on January 1, the inauguration of the trade fair was deferred to January 3 following the government's declaration of three days of national mourning over the death of former prime minister and BNP chairperson Khaleda Zia.

DITF kicks off

STAR BUSINESS REPORT

The 30th Dhaka International Trade Fair (DITF) opened yesterday, showcasing locally made products to both domestic and international buyers.

Commerce Adviser Sk Bashir Uddin inaugurated the month-long fair at the Bangladesh China Friendship Exhibition Centre in Rupganj, Narayanganj.

"The DITF is more than just an exhibition. It is a platform to promote innovation and develop entrepreneurship. It also highlights Bangladesh's commercial growth," Bashir Uddin said in a statement released by the commerce ministry after the inauguration.

Originally scheduled to start on January 1, the fair was postponed to January 3 following a three-day national mourning for the death of former prime minister and BNP Chairperson Khaleda Zia.

This year, polythene bags and single-use plastics are banned at the fair. Instead, eco-friendly shopping bags are being sold at discounted prices through the Ministry of Textiles and Jute.

Mohammad Hasan Arif, vice chairman of the Export Promotion Bureau (EPB), said the fair is jointly organised by the commerce ministry and the EPB.

He added that alongside local companies, 11 out of 324 participating enterprises come from six other countries.

"As the largest international platform for showcasing products, the DITF helps promote Bangladesh and its goods. It also strengthens the supply chain," Arif said.

"The fair encourages development and innovation in the manufacturing sector by bringing together entrepreneurs and businessmen from home and abroad," he added.

Bashir Uddin said Bangladesh is now an important partner in global trade. "The main goal of the International Trade Fair is to achieve sustainable economic growth by developing and diversifying export products," he added.

He also highlighted that the DITF helps

The commerce adviser said the government identifies certain sectors as the 'Highest Priority Sector' and 'Special Priority Sector' based on their contribution to the economy.

"To further boost exports and promotion, one product is selected each year as the 'Product of the Year.' This year, I am declaring 'Paper and Packaging Products' as the 'Product of the Year' for 2026," he added.

The Daily Star
04 JAN 2026

prime minister and BNP Chairperson Khaleda Zia.

This year, polythene bags and single-use plastics are banned at the fair. Instead, eco-friendly shopping bags are being sold at discounted prices through the Ministry of Textiles and Jute.

Mohammad Hasan Arif, vice chairman of the Export Promotion Bureau (EPB), said the fair is jointly organised by the commerce ministry and the EPB.

He added that alongside local companies, 11 out of 324 participating enterprises come from six other countries.

"As the largest international platform for showcasing products, the DITF helps promote Bangladesh and its goods. It also strengthens the supply chain," Arif said.

"The fair encourages development and innovation in the manufacturing sector by bringing together entrepreneurs and businessmen from home and abroad," he added.

Bashir Uddin said Bangladesh is now an important partner in global trade. "The main goal of the International Trade Fair is to achieve sustainable economic growth by developing and diversifying export products," he added.

He also highlighted that the DITF helps access new international markets, strengthen trade links, promote economic diplomacy, expand international cooperation, improve the country's image, and attract foreign investment.

The commerce adviser said the government identifies certain sectors as the 'Highest Priority Sector' and 'Special Priority Sector' based on their contribution to the economy.

"To further boost exports and promotion, one product is selected each year as the 'Product of the Year.' This year, I am declaring 'Paper and Packaging Products' as the 'Product of the Year' for 2026," he added.

Special guests at the fair included Mahbubur Rahman, secretary of the commerce ministry, and Md Abdur Rahim Khan, administrator of The Federation of Bangladesh Chambers of Commerce & Industry.

oreign companies, offering a
ectrum of products and trade
nities.

The Daily Star
0 4 JAN 2026

Tapash Pramanik

Jute sector losing edge due to high costs, old technology

Says chairman of jute spinners' association

SUKANTA HALDER

Bangladesh's jute industry is losing global competitiveness as outdated machinery, low productivity and high energy costs keep production expensive, while rival countries have modernised and achieved better cost efficiency, said Bangladesh Jute Spinners Association (BJSA) Chairman Tapash Pramanik.

Speaking to The Daily Star in a recent interview, he said the sector remains heavily dependent on traditional products such as yarn, hessian and sacks, even as global demand has shifted towards diversified, value-added and blended eco-friendly goods.

"Bangladesh has lagged in research and development, design development and the commercialisation of new jute-based products," he noted.

Jute used to be one of the most prominent products of this region. Its high economic value and importance as a cash crop once earned it the moniker of the "golden fibre". But over the decades, it has lost its glory.

"The sector is largely treated as a legacy industry to be protected, not as a modern agro-industrial value chain to be rebuilt," Pramanik said.

Noting that the sector has environmental advantages, he said it has nevertheless failed to regain its former such as mandatory jute packaging, which undermined market confidence and demand.

State dominance without meaningful reform also allowed inefficient public sector mills to continue operating without accountability, he added.

At present, according to Pramanik, the most serious concern for the sector is high production costs, driven by obsolete machinery, low labour productivity, high energy prices and expensive financing. "These factors make jute products less competitive than synthetic alternatives and other natural fibres."

Limited access to affordable finance has further restricted modernisation, as

The government, he said, should provide stable, long-term policy support by recognising jute as a strategic export sector and strictly enforcing existing jute laws to stabilise domestic and export demand.

It should also offer affordable financing through low-interest working capital facilities and technology upgradation funds, while reforming sector institutions to improve accountability and ensure industry-oriented research and development (R&D).

Support for product diversification, quality certification and international branding, backed by active trade diplomacy, is equally essential, he also Pramanik, also the managing director of Teamex Jute Mills Ltd.

Financial reforms are also needed to treat jute as a priority export industry, offering single-digit interest loans and export-linked credit facilities.

Strengthening applied R&D, certification, and product innovation will help capture premium markets, he added.

"Proactive trade diplomacy and global branding of 'Bangladeshi Jute' as a sustainable product are necessary to expand markets and improve pricing power," Pramanik said.

Climate change poses an additional risk by affecting jute yields, fibre quality and cultivable areas.

TAKEAWAYS FROM INTERVIEW

Bangladeshi jute's edge

- Abundant supply of high-quality raw jute
- Cost-competitive labour compared to peers
- Naturally biodegradable, eco-friendly fibre

What needs to change

- Technology upgrade, productivity reset
- Financing for modernisation
- Shift to value-added, diversified products
- Stronger R&D
- Consistent policy support

Weaknesses

sacks, even as global demand has shifted towards diversified, value-added and blended eco-friendly goods.

"Bangladesh has lagged in research and development, design development and the commercialisation of new jute-based products," he noted.

Jute used to be one of the most prominent products of this region. Its high economic value and importance as a cash crop once earned it the moniker of the "golden fibre". But over the decades, it has lost its glory.

"The sector is largely treated as a legacy industry to be protected, not as a modern agro-industrial value chain to be rebuilt," Pramanik said.

Noting that the sector has environmental advantages, he said it has nevertheless failed to regain its former prominence due to structural, policy-driven and market-oriented challenges, while most government initiatives have been fragmented rather than transformative.

He pointed out the stark difference in policy support for the readymade garments (RMG) industry, the current crown jewel of Bangladesh's export economy, and the jute industry.

He pointed out that RMG benefited from predictable incentives, modern machinery, high productivity, export-focused strategies, access to low-cost finance and continuous R&D, enabling rapid global integration and higher margins.

In contrast, he said the jute sector remained dependent on bulk, low-value products, suffered from outdated technology, financial constraints, weak institutional support and limited innovation, leaving it stagnant in exports and unable to capture emerging global opportunities.

Policy failures played the most decisive role in holding back the sector, according to the BJSA chairman. "Weak and inconsistent policies discouraged long-term investment in modernisation and reinforced both technological stagnation and managerial inefficiency."

He also identified limited financial incentives and poor enforcement of laws, and other natural fibres."

Limited access to affordable finance has further restricted modernisation, as mills struggle to secure low-interest, long-term loans.

Technological stagnation remains widespread, resulting in low efficiency, high wastage and inconsistent quality, he added.

Weak product diversification is another major challenge.

Despite growing global demand for diversified and lifestyle-oriented jute products, exports remain dominated by traditional, low-value items.

"Inconsistent policy support and weak enforcement create uncertainty for investors and exporters," Pramanik said.

Quality control issues, logistics bottlenecks, and the absence of strong global branding and effective trade diplomacy continue to erode Bangladesh's position in the international jute market, he added.

To overcome these challenges, Pramanik said the sector requires a coordinated approach in which the government acts as an enabler while private enterprises function as market drivers.

quality certification and international branding, backed by active trade diplomacy, is equally essential, he also said.

Private enterprises, on the other hand, should prioritise modernising production, improving efficiency and shifting away from low-value commodity exports.

He added that effective public-private coordination through a joint sector platform is necessary to align policy, finance and market strategies for sustainable transformation.

For more than a decade, export earnings from jute and jute goods have stagnated between $900 million and $1 billion.

Breaking this deadlock, Pramanik said, will require deep structural reforms rather than short-term incentives.

The sector must move from volume-based, low-margin exports to value-based, diversified products with higher unit returns, he said.

A sector-wide technology and productivity reset is a must, including the creation of a dedicated jute technology upgradation fund and the phased replacement of obsolete machinery, said

risk by affecting jute yields, fibre quality and cultivable areas.

Addressing this will require climate-resilient jute varieties, improved agronomic practices, diversified cultivation zones and crop insurance, Pramanik said.

Looking ahead, Pramanik said the industry should adopt an export-led strategy, engage directly with global buyers, ensure compliance, professionalise management and invest in innovation and R&D.

Key opportunities include eco-friendly packaging, partnerships with global brands for certified jute bags and wraps, lifestyle and home décor products such as rugs, mats and furniture, and technical textiles including geotextiles and automotive composites.

Agricultural and environmental applications, such as erosion control mats, also offer potential demand from NGOs and government projects, he said.

Bangladesh's strengths in the global jute market include abundant high-quality raw jute, an established production base, low-cost labour and a strong sustainability image.

TAKEAWAYS FROM INTERVIEW

Bangladeshi jute's edge

- Abundant supply of high-quality raw jute
- Cost-competitive labour compared to peers
- Naturally biodegradable, eco-friendly fibre
- Long history and skilled labour base

What needs to change

- Technology upgrade, productivity reset
- Financing for modernisation
- Shift to value-added, diversified products
- Stronger R&D
- Consistent policy support

Weaknesses

- Old machinery, low productivity
- High energy and financing costs
- Dependence on low-value, traditional products
- Weak product diversification and innovation
- Inconsistent policy support

and foreign companies, offering a wide spectrum of products and trade

A visitor walks past a packaging stall at the 30th Dhaka International Trade Fair 2026 at the Bangladesh–China Friendship Exhibition Centre in Purbachal on Saturday. Paper and packaging products have been declared as the 'Product of the Year 2026'. The fair continues daily until 31 January. PHOTO: SYED ZAKIR HOSSAIN

Paper and packaging named 'Product of the Year' as 30th Dhaka trade fair kicks off

TRADE - DHAKA

TBS REPORT

Fair includes 324 pavilions, stalls, restaurants

The 30th edition of the Dhaka Inter-

production and marketing. "In this continuation, paper and packaging products have earned the title for 2026," he announced.

He added that such fairs strengthen the country's brand image and help build a positive perception of Bangladesh in the global arena.

"Our core objectives include developing export products,

crafts to modern technology-driven goods.

Highlighting post-LDC graduation challenges, Bashir Uddin recalled the first-ever "Global Sourcing Expo 2025 Dhaka," held at the same venue from 1 to 3 December last year.

The event showcased Bangladesh's production and export capabilities to local and foreign buyers, creating opportunities for

Paper and packaging named 'Product of the Year' as 30th Dhaka trade fair kicks off

TRADE - DHAKA

TBS REPORT

Fair includes 324 pavilions, stalls, restaurants

The 30th edition of the Dhaka International Trade Fair (DITF) opened yesterday at the Bangladesh-China Friendship Exhibition Centre in Purbachal, with paper and packaging products declared the "Product of the Year 2026".

"The trade fair is more than a product exhibition. It showcases Bangladesh's initiatives, innovations and commercial development," Commerce Adviser Sk Bashir Uddin said while inaugurating the fair as chief guest.

As part of promotion initiatives, one product is named "Product of the Year" each year to encourage production and marketing. "In this continuation, paper and packaging products have earned the title for 2026," he announced.

He added that such fairs strengthen the country's brand image and help build a positive perception of Bangladesh in the global arena.

"Our core objectives include developing export products, diversifying markets, strengthening economic diplomacy, expanding international cooperation, attracting foreign investment and achieving sustainable growth," Bashir Uddin said.

The adviser noted the fair's long-standing role in connecting producers with consumers, entrepreneurs with investors, and Bangladesh with global markets.

He said the event reflects progress in trade, industry and economic development, demonstrating the nation's capacity in product innovation – from traditional handicrafts to modern technology-driven goods.

> *The trade fair is more than a product exhibition. It showcases Bangladesh's initiatives, innovations and commercial development.*
>
> SK BASHIR UDDIN
> COMMERCE ADVISER

Highlighting post-LDC graduation challenges, Bashir Uddin recalled the first-ever "Global Sourcing Expo 2025 Dhaka," held at the same venue from 1 to 3 December last year.

The event showcased Bangladesh's production and export capabilities to local and foreign buyers, creating opportunities for future trade. He added that similar events would be held annually to boost exports.

The commerce adviser emphasised the critical role of entrepreneurs in projecting Bangladesh's image through product quality, innovation and competitiveness.

"Direct interaction with buyers, market analysis, negotiation and order placement enable entrepreneurs to gain tangible commercial benefits. Participation also provides insights into new markets

international standards and technologies," he said.

Bashir Uddin also outlined government efforts to diversify exports, noting that certain sectors have been designated as "Highest Priority" or "Special Priority" based on export potential.

The month-long fair's inauguration, originally scheduled for 1 January, was postponed to 3 January following three days of national mourning for the death of former prime minister and BNP chairperson Khaleda Zia.

This year's event has also taken environmental steps, banning polyethylene bags and single-use plastics. Eco-friendly shopping bags will be supplied at reduced prices through the Ministry of Textiles and Jute.

According to organisers, the fair's layout includes 324 pavilions, stalls and restaurants for local manufacturers, exporters, general businesses and foreign companies, offering a wide spectrum of products and trade opportunities.

The Daily Star

0 4 JAN 2026